খালীফা মামুন যখন আমীর ছিলেন তখন তার একটি বিতর্কের মজলিস ছিল। একদিন তার এই মজলিসে অনেক লোকের সাথে একজন ইহুদী প্রবেশ করে। যার কাপড় ছিল সুন্দর, চেহারা সুন্দর ও গায়ে সুন্দর সুঘ্রান ছিল।

লোকটি সুন্দর ভাবে কথা বললো, অত:পর মজলিস শেষে মামুন তাকে বললেন: তুমি কি ইহুদী? সে বললো: হ্যা, তিনি বললেন: তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, আমি তোমার জন্য কিছু করতে চাই। তিনি তাকে ইসলাম গ্রহণের শর্তে উপকার করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহুদী বললো: বরং আমি আমার ও আমার পিতৃপুরুষের দ্বীনের উপর থাকতে চাই। অত:পর সে চলে গেল। কিন্তু পরবর্তী বছর ঐ ইহুদী মুসলিম হিসেবে আগমন করলো এবং ফিকহ ও হাদীসের উপর খুব সুন্দরভাবে আলোচনা উপস্থাপন করলো, মজলিস শেষে মামুন তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি আমাদের গত বছরের সেই সাথী নও? সে বললো: হ্যা, তিনি বললেন: তোমার ইসলাম গ্রহণের কারন কি?

ইহুদী বললো: শুনুন এবং আল্লাহু আকবার বলুন, ঐদিন আপনার মজলিস থেকে বের হয়ে এই ধর্মগুলিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার চিন্তা করলাম। আমার হাতের লেখা খুব ভালো ছিল, প্রথমে আমি তাওরাতের তিনটি পান্ডুলিপি লিখলাম, আমি সেখানে কিছু কমবেশি করলাম, অত:পর সেটা নিয়ে ইহুদীদের উপাসনালয়ে গেলাম, তারা সেটা আমার নিকট থেকে কিনে নিল, তারা নিজেরা সেটা পড়লোও না আবার পুন:নিরীক্ষণও করলোনা, এরপর আমি ইন্‌জিলের তিনটি পান্ডুলিপি লিখলাম, আমি সেখানে কিছু কমবেশি করলাম, অত:পর সেটা নিয়ে খ্রীস্টানদের গীর্জায় গেলাম, তারা সেটা আমার নিকট থেকে কিনে নিল, তারাও নিজেরা সেটা পড়লো না আবার পুন:নিরীক্ষণও করলোনা, এরপর আমি কুরআনের তিনটি পান্ডুলিপি লিখলাম এবং সেখানেও কিছু কমবেশি করলাম অত:পর আমি সেটা নিয়ে বই বিক্রেতাদের নিকটে গেলাম, তারা বললো: আমরা পড়ে না দেখে অথবা পুন:নিরীক্ষণ না করে এটা গ্রহণ করতে পরবো না, তারা এর ভুলগুলি ধরে ফেললো, কম-বেশি কৃত জায়গাগুলি নির্ধারন করে ফেললো, তারা এগুলো জ্বালিয়ে দিলো এবং আমাকে হত্যা করার উপক্রম হলো, আমি বুঝতে পারলাম এই কিতাবটিই আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত। এটাই আমার ইসলাম গ্রহণের কারন।